দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 17 DEC 2015
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

# ডিজিটাল পাঠ্যপুস্তকের জগতে বাংলাদেশ

শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, আগামী মার্চের প্রথম হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত ডিজিটাল বই হাতে পাইবে শিক্ষার্থীরা। ইহার মাধ্যমে ডিজিটাল পাঠ্যবইয়ের জগতে প্রবেশ করিবে বাংলাদেশ। যদিও কয়েক বৎসর ধরিয়া জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) পিডিএফ আকারে পাঠ্য বই অনলাইনে দিয়াছে, তথাপি ইহা প্রকৃতপক্ষে ডিজিটাল বই নহে। ছাপা বইয়ের সঙ্গে ইহার পার্থক্য খুব সামান্যই। এবার আক্ষরিক অর্থেই ডিজিটাল বই পাইতে যাইতেছে ছাত্র-ছাত্রীরা। তাহাদের পাঠ্যসূচিতে যেইসব বিষয় থাকিবে সেইসব বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনার সঙ্গে এবার অতিরিক্ত ব্যাখ্যামূলক শিক্ষা সংযুক্ত করা হইবে। যেমন—শব্দার্থ, ব্যাখ্যা, এনিমেশন, রঙিন ছবি ও প্রয়োজনীয় ভিডিও ইহাতে জুড়িয়া দেওয়া হইবে। ফলে শিক্ষার্থীরা সহজেই বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করিতে পারিবে। ইহাতে তাহাদের পাঠগ্রহণ সহজ ও আনন্দময় হইবে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানের পাঠ্য রক্ত কণিকার কথা বলা যায়। অনলাইনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ক্লিক করিলেই কণিকাগুলি কীভাবে থাকে ও কাজ করে তাহা ভিডিওচিত্রের মাধ্যমে দেখা যাইবে। ইহাতে শিক্ষার্থীদের মনে রাখা সুবিধাজনক হইবে। তাই ডিজিটাল পাঠ্যপুস্তক জনপ্রিয় হইয়া উঠিলে আমাদের দেশে মুখস্থ বিদ্যার অবসান হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ডিজিটাল পাঠ্যবই চালুর এই উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই। ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন প্রক্রিয়ায় আমরা যে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছি, এই উদ্যোগ তাহার অন্যতম একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের ঘোষণা দেওয়া হয় এবং ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রাধিকার কর্মসূচি ছিল এই ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ। তখন অনেকেই ইহা লইয়া রসিকতা করিয়াছিলেন বাংলাদেশ সত্যিই যে এইক্ষেত্রে অগ্রগতি লাভ করিতে পারে, তাহা ছিল তাহাদের কল্পনাতীত। তবে অবাস্তব মনে হইলেও তাহা এখন বাস্তবে রূপ লাভ করিতেছে। সরকার পরিচালনার বিভিন্ন দিক হইতে শুরু করিয়া একজন অর্ধশিক্ষিত কৃষকও আজ প্রযুক্তির সংস্পর্শে আসিয়া লাভবান হইতেছেন। আধুনিক বিশ্ব ও জীবন যাপনের সঙ্গে পরিচিত হইতেছেন। অনুরূপভাবে শিক্ষাক্ষেত্রেও ডিজিটালাইজেশন বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করিতেছে। ইতোমধ্যে ২৩ হাজার মাধ্যমিক-স্কুল-মাদ্রাসা ও সাড়ে সাত হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সরকার এখন শিক্ষার্থীদের হাতে ট্যাব তুলিয়া দেওয়ার চিন্তাভাবনা করিতেছেন। এইসব উদ্যোগ অবশ্যই সাধুবাদযোগ্য।

ডিজিটাল বাংলাদেশ মানে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার। এই দৃষ্টিকোণ হইতে আমরা আধুনিক বিশ্বের সহিত তাল মিলাইয়া আগাইয়া যাইতেছি। বিভিন্ন দেশেই আজকাল ডিজিটাল বুকের প্রচলন রহিয়াছে। আর কয়েক মাস পর আমাদের দেশেও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমে ব্যবহারের জন্য এই ডিজিটাল বই বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠানো হইবে সিডি আকারে। তাই ডিজিটাল পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার বাড়িলে কাগজের বইয়ের গুরুত্ব অনেকটা কমিয়া যাইবে। শিক্ষার্থীদের ব্যাগভর্তি বই আনিবারও আর প্রয়োজন পড়িবে না। ইহাতে বই বহনের কষ্ট তাহাদের লাঘব হইবে। অনেক সময় তাহাদের একটি ট্যাব বা ল্যাপটপ আনিলেই চলিবে। এনসিটিবির ওয়েবসাইট হইতে ডাউনলোড করিয়া শিক্ষার্থীরা ডিজিটাল বই যখন খুশি ইচ্ছামতো পড়িতে পারিবে। আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে এবং এনসিটিবির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ১৭টি পাঠ্যবিষয়ে ডিজিটাল বুক তৈরির উদ্যোগ শেষের পথে। বিভিন্ন শ্রেণির বিষয়গুলির মধ্যে আছে—বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান এবং বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়। অর্থাৎ সকল শ্রেণির সব বই-ই আগামী মার্চ হইতে ডিজিটাল আকারে পাওয়া যাইবে না। আমরা আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে অবশিষ্ট বইগুলিরও ডিজিটাল ভার্সন পাওয়া যাইবে। তাহা ছাড়া ডিজিটাল বই ব্যবহারে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিবার জন্য শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণও একান্ত দরকার।